ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▢ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ▢ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নংঃ তারিখঃ 20/2/11

প্রেস রিলিজ

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগে প্রার্থীর মৃত্যু : তদন্তে মহিলা কমিশন

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের প্রাক্কালে, ১৮-২-২০১১ তারিখ রাতে, হদ্রাইপাড়ার শিকারীবাড়ী ভিলেজ কাউন্সিলের ১ নং ওয়ার্ডের এন সি টি দলের মহিলা প্রার্থী নীলিমা দেববর্মার নৃশংস মৃত্যু মহিলা কমিশনকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় কমিশন। নীলিমা দেববর্মার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা যাতে অবিলম্বে হয় সেজন্য কমিশন তৎপর রয়েছে।

দুই শিশু কন্যার জননী স্বামী পরিত্যক্তা নীলিমা দেববর্মার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পেয়ে কমিশনের সভানেত্রী, সদস্য শ্রীমতি নিভা দেববর্মন, সদস্য-সচিব শ্রীমতি অর্চনা ভট্টাচার্য এবং একজন কাউন্সিলার ২০-২-২০১১ আইদ্যাংকুর গ্রামে মৃতার বাবার বাড়ীতে ছুটে যান। তখনও নীলিমার মৃতদেহ ঘিরে উঠানে বসেছিলেন শোকার্ত আত্মীয় পরিজন ও গ্রামবাসীরা। চোখে জল নিয়ে কমিশনের প্রতিনিধিদের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মৃতার বাবা কৃষ্ণ দেববর্মা এবং মা নন্দরানী দেববর্মা জানান তাঁদের তিন সন্তানের মধ্যে নীলিমাই ছিল বড় এবং একমাত্র মেয়ে। সাত বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল সিঙ্গীছড়ার লাঠাবাড়ীর মনোজ কুমার দেববর্মার সঙ্গে। তিন বছর আগে চার বছরের মেয়েকে এবং তিন মাসের গর্ভবতী নীলিমাকে পরিত্যাগ করে সে চলে যায়। সেই থেকে নীলিমা বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়ীতেই ছিল।

ঘটনার দিন সকাল দশটা নাগাদ শিশুকন্যাদুটিকে মায়ের কাছে রেখে নীলিমা গ্রামেরই আত্মীয় দিগেন্দ্র দেববর্মার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যায়। রাত দশটা নাগাদ পাশের বাড়ীর দুই কিশোর শিবজয় দেববর্মা (১৪) এবং অনিমেষ দেববর্মা (১৪) এসে নীলিমার বাবাকে জানায় যে দুজন টি এস আর জওয়ানকে, নীলিমাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছে। খবর পেয়ে ঐ দুই কিশোর সহ বাবা-মা মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়ে যান। মা এবং বাবা দুই রাস্তায় অগ্রসর হতে থাকেন। পথে নীলিমার মায়ের সঙ্গে একজন টি এস আর জওয়ানের দেখা হয়। তার কাছে নীলিমা কোথায় জানতে চাইলে জওয়ান মাকে বলে সে মেয়েকে খুঁজে দেবে তবে তার ওপর তারা যেন কোন দোষ না চাপান। নীলিমার মাকে জঙ্গলে টিলার ওপর নিয়ে গেলে মা একটি গাছে মেয়েকে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। নন্দরানীর সঙ্গী দুই কিশোর কমিশন সদস্যদের জানায় যে টি এস আর জওয়ান দড়ি কেটে নীলিমার মৃতদেহ নামিয়ে এনে লুঙ্গায় রাখে। তখন কিশোর দুজন ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঐসময়ে ঘটনাস্থলে বাবা এসে পৌছান। বাবার চিৎকারে গ্রামবাসীরাও সেখানে এসে পড়েন। একটু পরেই পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে পৌছায় এবং মৃতদেহ পোষ্টমর্টেমের জন্য খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে যায়। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী কিশোর দুজন কমিশনকে জানায় যে ঘটনার দিন টি এস আর ক্যাম্পের লাগোয়া অশংক দেববর্মা ও তার স্ত্রী শীলা দেববর্মার বাড়ীতে অনেকক্ষণ ধরে মদের আসর চলতে তারা দেখেছিল এবং সেখানে তিন চার জন টি এস আর জওয়ান সহ নীলিমাও উপস্থিত ছিল। তারা বলে সেখান থেকেই প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় নীলিমাকে দুদিকে দুজনে ধরে প্রথমে ঐ বাড়ীর পেছনদিকে নিয়ে যায় এবং পরে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। তখনই তারা নীলিমার বাড়ীতে গিয়ে খবরটি পৌছে দেয়।

কমিশন চাম্পাহাওর থানায় কথা বলে জানতে পারে নীলিমার বাবা থানায় এফ আই আর করেছেন। কেইস নং ৭/১১ তারিখ ১৯-২-১১ ধারা নং ৩৭৬ (জি) (২)/৩০২/৩৪ আই পি সি। থানায় খোঁজ করে জানা যায় যে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট এখনও তাদের কাছে আসেনি। রিপোর্ট পাওয়ার পরই ধর্ষণ এবং খুনের বিষয়টি সম্পর্কে জানা যাবে।

কমিশনের সভানেত্রী গ্রামের নারীপুরুষ সকলের সঙ্গে কথা বলে শান্তি বজায় রাখার অনুরোধ করেন। গ্রামের কেউ কেউ সভানত্রীকে বলছিলেন যে বেলা দুটোর মধ্যে টি এস আর ক্যাম্প উঠিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সভানেত্রী তাদের বুঝিয়ে বলেন যে এ দাবী ঠিক নয়। আমাদের রাজ্যে টি এস আর বাহিনী উগ্রপন্থা দমনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। তারা চলে গেলে গ্রামের নিরাপত্তা এবং শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। এছাড়া দু একজন জওয়ানের দোষে সকলকে দোষী করা উচিত নয়। সভানেত্রীর কথা গ্রামবাসীরা সমর্থন করেন। গ্রামবাসীরা আরও বলেন টি এস আর সেন্ট্রি পয়েন্টের ঠিক উল্টো দিকে প্রায় রোজ মদের আসর চলে যেখানে কিছু সংখ্যক টি এস আর জোয়ানকে থাকতে দেখা যায়। এর ফলে যে গ্রামের অল্প বয়সের ছেলেদের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ছে এ নিয়ে তারা কমিশনের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অভিযোগও জানান। সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কমিশন পুলিশ প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে বলবে।